

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অর্জিত বাস্তবায়নে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম এবং করণীয় বিষয়াদির বিবরণ

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএলআরআই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং সেই কর্মপরিকল্পনা পূরণের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিএলআরআই এর কর্ম-পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ-

ক্রমিক নং	সংশ্লিষ্ট নীতি/পরিকল্পনা/ নির্দেশনা/ প্রকল্পের নাম	উক্ত নীতি/নির্দেশনা/পরিকল্পনা/প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.	জাত উন্নয়ন	পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প (২০২১-২০২৪) ১. পোল্ট্রির প্রজাতি সমূহ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনশীল স্ট্রেন উদ্ভাবন। ২. ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পোল্ট্রি প্রযুক্তিগুলোর ভেলিডেশন, সংস্কারকরণ এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন। ৩. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৪. অপ্রচলিত ও বিদ্যমান পোল্ট্রি খাদ্য উপাদান সমূহের পুষ্টিগতমান নিরূপন এবং গবেষণার মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে পোল্ট্রির মাংস ও ডিমের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ভেলু এডিশন। ৫. পোল্ট্রি বিষয়ক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে নিরাপদ মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি। ৬. পোল্ট্রি খামারিদের প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ৭. বিএলআরআই এর পোল্ট্রি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ল্যাবের সহিত সমন্বিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি।	ক. ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ ডিম উৎপাদন গবেষণা কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। খ. নিরাপদ ব্রয়লার উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গ. প্রকল্পের মূল কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে মোট ১০০০ (এক হাজার) জন খামারি/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

		<p>ব্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (২০২১-২৩)</p> <p>১. ব্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।</p> <p>২. গায়ের রঙের উপর ভিত্তি করে ব্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের পাঁচটি উন্নত উপজাত চিহ্নিতকরণ ও উৎপাদশীলতা উন্নয়ন।</p> <p>৩. সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় বাণিজ্যিক ছাগল পালনে কমপ্লিট পেলেট ফিড ও এর ব্যবহার।</p> <p>৪. কম খরচে খাসী হুস্টপুস্টকরণে ঘাসভিত্তিক টোটাল মিক্সট রেশন।</p> <p>৫. ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল/প্রযুক্তি।</p> <p>৬. অঞ্চলভিত্তিক ছাগলের রোগের প্রাদুর্ভাব সংক্রান্ত ডাটাবেজ এবং নিরাময়ের কৌশল।</p> <p>৭. খামারি মাঠ দিবস আয়োজন।</p>	<p>ক. গায়ের রঙের উপর ভিত্তি করে ব্ল্যাক বেঞ্জল ছাগলের পাঁচটি উন্নত উপজাত চিহ্নিতকরণ ও উৎপাদশীলতা উন্নয়ন।</p> <p>খ. সম্পূর্ণ আবদ্ধ অবস্থায় বাণিজ্যিক ছাগল পালনে কমপ্লিট পেলেট ফিড ও এর ব্যবহার।</p> <p>গ. কম খরচে খাসী হুস্টপুস্টকরণে ঘাসভিত্তিক টোটাল মিক্সট রেশন।</p> <p>গ. প্রান্তিক খামারি ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রকল্প এলাকায় ১০ টি খামারি মাঠ দিবস সম্পন্ন হয়েছে।</p>
		<p>মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প (২০২১-২০২৫)</p> <p>১. সংকর জাতের মহিষের উৎপাদনশীলতা মূল্যায়ন।</p> <p>২. দেশী মহিষের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।</p> <p>৩. দেশী মহিষের জাত উন্নয়নে প্রজনন সম্পৃক্ত জীব-প্রযুক্তি ব্যবহার।</p> <p>৪. মহিষে মার্কার এসিস্টেড প্রজনন।</p> <p>৫. মহিষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা।</p> <p>৬. মহিষের খাদ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা।</p> <p>৭. মহিষ হুস্টপুস্টকরণ।</p> <p>৮. ভ্যালু-এডেড দুগ্ধজাত খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন।</p> <p>৯. মহিষ খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা।</p> <p>১০. মহিষ পালনের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন।</p>	<p>ক. ২৪-২৮ মাস বয়সে সংকর জাতের বকনা মহিষের গর্ভধারণ নিশ্চিতকরণের জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা কৌশল উন্নয়নের গবেষণা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।</p> <p>খ. প্রকল্প এলাকায় নির্বাচিত ৫৫০ জন মহিষ পালনকারী খামারিদের বিজ্ঞান ভিত্তিক মহিষ পালন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p>
		দেশি মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)	উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাবিত।
		বাংলাদেশের হাওর ও নিম্নাঞ্চলে হাঁসের গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প	উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাবিত।
		পার্বত্য অঞ্চলে বিদ্যমান গয়াল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাবিত।
		উচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন (High yielding) গরুর জাত উন্নয়ন ও গবেষণা প্রকল্প	উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাবিত।
		অঞ্চল ভিত্তিক এনিম্যাল জেনেটিক্স রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (২০২১-২০২৫)	ক. পাবনা, মুন্সিগঞ্জ ও নর্থ বেঞ্জল গ্রে জাতের গরু সংরক্ষণ করা হয়েছে ও উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
		দেশীয় জাতের ছাগল ও ভেড়াকে মাঝারী, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র খামারি পর্যায়ে সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (In-situ) (২০২১-২০২৫)	ক. দেশীয় ভেড়ার এক্স-সিটো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন। খ. মাংস উৎপাদনকারী সিঙ্কেটিক ভেড়ার জাত বিকাশের জন্য বাহিরের উন্নত জাতের ভেড়া অভিযোজন ও তাদের ক্রসব্রেড উৎপাদন।
০২.	প্রাণি খাদ্য (ফিডস ও ফডার) এবং পুষ্টি	অঞ্চলভিত্তিক (AEZ) প্রাণি খাদ্য ও ফডার উন্নয়নের মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির সুখম খাদ্য তৈরি (২০২১-২০২৫)	ক. ভালো ব্যবস্থাপনায় একক খাদ্য হিসেবে নেপিয়ার জাতের ঘাস (দানাদার খাদ্যের পরিবর্তে) ষাড় গরুকে সরবরাহ।

			<p>খ. শীতকালীন ফডার “ওটস” এর গামা বিকরিত মিউটেস্ট লাইনের পারফরমেন্স স্টাডি।</p>
		<p>লবণাক্ত বন্যা ও খরা সহিষ্ণু ফডারের জাত উন্নয়ন (২০২১-২০২৫)</p>	<p>ক. বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু) জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এবং খড়া সহিষ্ণু ঘাসের জাত উদ্ভাবনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।</p>
		<p>বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণি ও পোল্ট্রির জন্য ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরির লক্ষ্যে অঞ্চল ভিত্তিক প্রাণি খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত ও পুষ্টিমান মূল্যায়ন (২০২১-২০২৫)</p>	<p>ক. অঞ্চল ভিত্তিক প্রাণি খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। খ. পুষ্টিমান নির্ণয় ও ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।</p>
		<p>বাংলাদেশ ব্র্যান্ড বিফ উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প</p>	<p>উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে প্রস্তাবিত।</p>
০৩.	<p>প্রাণিসম্পদ এবং হাঁস-মুরগির রোগ এবং স্বাস্থ্য</p>	<p>অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিসটেন্স এর ঝুঁকি কমানো এবং জুনোটিক রোগ প্রতিরোধের জন্য গবেষণা (২০২১-২০২২)</p> <p>১. অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা। ২. দ্রুত ও নির্ভুলভাবে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়ের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপন ও চালু করা। ৩. বায়োসেফটি লেভেল -২ প্লাস গবেষণাগার স্থাপন। ৪. অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স ও জুনোসিস ব্যাকটেরিয়ার নজরদারি কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদ পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ নিশ্চিতকরণ।</p>	<p>ক. অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খ. দ্রুত ও নির্ভুলভাবে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স নির্ণয়ের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের যন্ত্রপাতি ক্রয়, স্থাপন ও চালু করা হয়েছে। গ. বায়োসেফটি লেভেল -২ প্লাস গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। ঘ. রোগ-জীবাণু সৃষ্টিকারী অনুজীবের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং ৮ বিভাগে ২২ টি পৃথক কর্মশালার আয়োজনের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।</p>
		<p>জুনোসিস ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প (২০২১-২০২৪)</p> <p>১. প্রাণিরোগের বিবর্তনের ভিত্তিতে আধুনিক ও নতুন প্রজন্মের লাগসই টিকাবীজ উদ্ভাবন ও আমদানিকৃত টিকার মান নিয়ন্ত্রণ; ২. বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে গবেষণাগার ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো ও গবেষণার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়ন; ৩. উদ্ভাবিত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং খামারিদের প্রশিক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি; ৪. অঞ্চলভিত্তিক প্রাণিরোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল উদ্ভাবন ও রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস;</p>	<p>ক. স্থানীয় স্ট্রেইন হতে লাম্পি স্ক্রিন ডিজিজ (LSD) ও বার্ড ফ্লু (Avian influenza H₉N₂) টিকাবীজের Isolation, attenuation, safety ও purity ইত্যাদি কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। খ. গোট পক্স (Goat pox) ভ্যাক্সিন সীডের attenuation কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গ. ৪০০ জন খামারিকে জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ ও জীবনিরাপত্তা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঘ. প্রাণিসম্পদ দপ্তরাধীন ২৮ টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ৩০ জন কর্মকর্তাকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।</p>
		<p>গবাদি প্রাণি এবং হাঁস-মুরগির উদীয়মান এবং পুনঃউদ্ভিত রোগের নজরদারি, প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প (২০২১-২০২৫)</p>	-
		<p>সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভ্যাক্সিন সিডের উন্নয়ন (২০২১-২০২৫)</p>	<p>ক. সারকোলোটিং লোকাল স্ট্রেইন থেকে গোট পক্স ভ্যাক্সিন উৎপাদনের জন্য আইসোলেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।</p>

			খ. স্থানীয় বিভিন্ন উৎস থেকে পেস্টি-ডেস-পেটিটস রুমিনেন্ট ভাইরাসের নমুনার পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।
০৪.	বায়োটেকনোলজি	গরু ও মহিষের ইন্ট্রাস সিনক্রোনাইজেশনের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক বাচ্চা উৎপাদন	-
		কাজিত লিঞ্জের বাচ্চা উৎপাদন কৌশল উন্নয়ন	-
		গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির জন্য ফিড এডিটিভ, প্রোবায়োটিক, সুরক্ষিত প্রোটিনের উন্নয়ন	-
		ইনভিট্রো ভ্রূণ উৎপাদন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল গরু মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	-
০৫.	সামাজিক অর্থনীতি এবং খামার ব্যবস্থাপনা	খামারিদের চাহিদা অনুসারে বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের পরিবীক্ষণ ও অভিযোজনের (Adaptive research) এর মাধ্যমে প্রদর্শনী খামারে উন্নয়ন	-
		সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের প্রভাব	-
		নির্বাচিত এলাকায় অভিযোজিত (Adaptive) গবেষণার মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকের মাঝে বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারে আস্থা অর্জন	শরিফবাগ, ধামরাই, ঢাকা-এ বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
০৬.	পরিবেশ ও জলবায়ু সহনশীলতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	টেকসই প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি পালনের জন্য সমন্বিত প্রাণি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	-
		গবাদি প্রাণি ও পোল্ট্রির জলবায়ু সহনশীল জাতের উন্নয়ন (২০২১-২০২৫)	জলবায়ু সহনশীল বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ) জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
০৭.	প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজন	প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাত সমূহের মান উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বৈচিত্র্যকরণ (Diversification) (২০২১-২০২৫)	ক. ব্রয়লার ও স্পেন্ট মুরগি থেকে জিংক ফরটিফাইড মিট প্রোডাক্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। খ. খাদ্য উপাদান ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে (ন্যাচারাল ফাইটোবায়োটিক) নিউট্রেন্ট ইন-রিচ ডিজাইনার ডিম তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ. কম কোলেস্টেরলযুক্ত দুগ্ধ পণ্য তৈরি প্রক্রিয়া কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, ২০৩০: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ খাতের একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএলআরআই কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যেই এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএলআরআই কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে এবং সেই কর্মপরিকল্পনা পূরণের লক্ষ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বিএলআরআই এর কর্ম-পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ-

ক্রমিক নম্বর	গবেষণা ক্ষেত্র	গবেষণা প্রকল্প/কার্যক্রমের শিরোনাম	ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রম
০১.	জাত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন	ক্ষুদ্র ও বাণিজ্যিক খামারিদের জন্য এ্যানিমেল জেনেটিক্স রিসোর্চ থেকে দুধ ও মাংস বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিনথেটিক জাত তৈরি	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে

		দেশীয় জাত ও উন্নত জাতের বিদেশী জাত যেমন- ব্রাহমা, শ্যারোলেইস, সিমেন্টাল এবং লিমোসিন জাতের বিফ ব্রিড ব্যবহার করে সংকর জাতের মাংস উৎপাদনকারী গরুর জাত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	বাংলাদেশের দক্ষিণ ব-দ্বীপ অঞ্চলে মহিষ ও ভেড়ার উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নতীকরণ	মহিষ পালনে জনপ্রিয়তা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিষ গবেষণা এবং মহিষের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুলাই, ২০২০ থেকে জুন, ২০২৫ সময়কালে ‘মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প’ শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প চালু রয়েছে। পাশাপাশি বিদেশি ভেড়ার জাতের সাথে সংকরায়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনক্ষম দেশীয় ভেড়ার জাত তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
	দেশি জাতের মুরগির উৎপাদন দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে খামার স্থাপন	গবেষণার মাধ্যমে দেশি মুরগির বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ১১০-১২০ থেকে ১৭০-১৮০টিতে উন্নীত হয়েছে। এছাড়াও দেশীয় জাতের হিলি মুরগির ৮ সপ্তাহের মার্কেট ওয়েট ৪০০-৪৫০ থেকে ৯০০-১০০০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। পাশাপাশি উন্নত জাতের দেশি মুরগি উৎপাদনে বিজ্ঞান সম্মত কৌশল শীর্ষক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
	সহনশীল ও সেমি-বাণিজ্যিক খামারের জন্য উপযোগী ছোট জাতের গবাদি প্রাণি (small ruminant) সংরক্ষণ ও উন্নয়ন	স্বল্প খরচে বাণিজ্যিকভাবে ভেড়া ও ছাগল পালনের লক্ষ্যে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হচ্ছে। অতিসম্প্রতি স্বল্প খরচে ঘাসভিত্তিক টিএমআর পদ্ধতিতে খাসী হস্তপুষ্টিকরণ প্রযুক্তি শীর্ষক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এছাড়াও ইতোপূর্বে বিএলআরআই হতে বাণিজ্যিকভাবে ছাগল ও ভেড়া পালনে সাশ্রয়ী কমপ্লিট পিলেট ফিড তৈরি, পাহাড়ী অঞ্চলে ভেড়া পালন কৌশল, স্টল ফিডিং পদ্ধতিতে ছাগল পালন, সেমি-ইনেটনসিড পদ্ধতিতে ব্লাক বেঞ্জাল ছাগল পালন প্রভৃতি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
	এ্যানিমেল জেনেটিক্স রিসোর্স সংরক্ষণের জন্য জিন ব্যাংক স্থাপন	বর্তমানে বিএলআরআই এর খামারে বৈশিষ্ট্যায়ন, কৌলিকমান উন্নয়ন এবং অধিক উৎপাদনক্ষম জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে ১৩টি প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রজাতির ৫৩টি জাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এসব জাতসহ অন্যান্য জাত-প্রজাতির জিন সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জিন ব্যাংক তৈরির কার্যক্রম দ্রুতই গ্রহণ করা হবে।
০২.	প্রাণী খাদ্য (ফিডস ও ফডার) এবং পুষ্টি	অঞ্চলভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিত ও উপযোগিতার ভিত্তিতে প্রাণিখাদ্য ও ফডারের উন্নয়নের মাধ্যমে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগির সুস্বাদু খাদ্য তৈরি
		ভালো ব্যবস্থাপনায় একক খাদ্য হিসেবে দানাদার খাদ্যের পরিবর্তে নেপিয়্যার জাতের ঘাস ষাড় গরুকে সরবরাহের মাধ্যমে অধিক লাভজনক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি শীতকালীন ফডার

			“ওটস” এর গামা বিকরিত মিউটেন্ট লাইনের পারফরমেন্স স্টাডি চলমান রয়েছে।
		বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভিত্তিক (AEZ) কমিউনিটি ফুডার উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন)	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		অঞ্চল ভিত্তিক এ্যানিমেল জেনেটিক্স রিসোর্চের জন্য খাদ্য তালিকা প্রস্তুত, পুষ্টিমান নির্ণয় ও ফিডিং স্ট্যান্ডার্ড তৈরি	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		প্রাণী প্রজাতির কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের আলোকে পুষ্টির চাহিদা নির্ণয় এবং সেই অনুযায়ী স্বল্প খরচে রেশন তৈরি ও খাওয়ানোর পদ্ধতি	স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে সহজেই গবাদি প্রাণীর জন্য রেশন তৈরির পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের প্রযুক্তি হিসেবে উদ্ভাবন করা হয়েছে বিএলআরআই ফিড মাস্টার মোবাইল অ্যাপস। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে অধিকতর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৩.	প্রাণিসম্পদ এবং হাঁস-মুরগির রোগ এবং স্বাস্থ্য	রিকম্বিনেন্ট ভ্যাক্সিন বিকাশের মাধ্যমে প্রাণি ও পোল্ট্রি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা	বিএলআরআই বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন মারাত্মক সংক্রামক রোগের টিকা উদ্ভাবন করেছে। এ পর্যন্ত বিএলআরআই পিপিআর ভ্যাকসিন, এফএমডি ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, পিপিআর থার্মোস্ট্যাবল ভ্যাকসিন, গোট পক্স ভ্যাকসিনসহ বেশ কিছু ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে। লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিনটি অচিরেই হস্তান্তর করা হবে। এছাড়াও আরও কিছু ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		দ্রুত রোগ নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতির রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার উন্নতি	দ্রুত রোগ নির্ণয়ের লক্ষ্যে বিএলআরআই এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড-ফ্লু) পরীক্ষার জন্য একটি এন্টিজেন উদ্ভাবন করেছে। পাশাপাশি স্বল্প সময়ে ও স্বল্প খরচে গবাদি প্রাণীর, বিশেষ করে দুগ্ধবতী গাভীর ম্যাসটাইটিস রোগ নির্ণয়ের জন্য বিএলআরআই ম্যাসটাইটিস (বিএমটি) কিট উদ্ভাবন করা হয়েছে।
		প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য টেকসই উন্নয়ন মডেল	প্রাণীরোগ দমনে ছাগলের পিপিআর রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল, গরু-মহিষের ক্ষুরারোগ দমন মডেল, বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের কমিউনিটি বায়োসিকিউরিটি মডেলসহ বিভিন্ন তিনটি রোগ নিয়ন্ত্রণ মডেল উদ্ভাবন করেছে। এছাড়াও আধুনিক বাণিজ্যিক খামারে প্রাণীরোগ নির্মূলের লক্ষ্যে আরও নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		গবাদি প্রাণির (গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া) জন্য রোগমুক্ত অঞ্চল তৈরি	এলাকাভিত্তিক ক্ষুরারোগ মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিকভাবে সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ী এলাকায় গবেষণা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। দেশ থেকে পিপিআর উচ্ছেদের লক্ষ্যে পিপিআর দমন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

			ব্যবহার করে বিগত ৪-৫ বছর ধরে ছাগলের পিপিআর রোগ দমন করা সম্ভব হয়েছে।
		রোগ নির্ণয়ের জন্য আধুনিক জীব বিজ্ঞানের বিকাশ	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		উদীয়মান (বর্হিগামী) ও আন্তঃমহাদেশীয় বা দেশীয় রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী কৌশল	অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৪ মেয়াদকালে 'জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে।
০৪.	বায়োটেকনোলজি	সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি (AI, IVF, MOET and embryo transfer) প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন দক্ষতা সম্পন্ন প্রাণি উৎপাদন	অতিসম্প্রতি ইন-ভিট্রো ফাটলাইজেশনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনক্ষম গাভী হতে অধিক বাচ্চা উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং প্রযুক্তি বিকাশের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশনের মাধ্যমে অধিক উৎপাদক্ষম গরুর বীজ দিয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে একাধিক গাভীর প্রজনন ঘটিয়ে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		প্রাণী ও পোল্ট্রি প্রজাতির খাদ্যে সংযোজনের জন্য ফিড এডিটিভ, প্রোবায়োটিক ও সুরক্ষিত প্রোটিনের বিকাশ	প্রবায়োটিক হিসেবে গো-খাদ্যরূপে সাজনা পাতার ব্যবহারের একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। পাশাপাশি পোল্ট্রি শিল্পে সুরক্ষিত প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের উৎস হিসেবে ব্ল্যাক সোলজার ফ্লাই ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		বায়োটেকনোলজি টুলস ব্যবহার বা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাণি ও পোল্ট্রি প্রজাতিগুলো উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		ট্রান্সজেনিক প্রাণী উৎপাদন	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৫.	আর্থ-সামাজিক গবেষণা এবং খামার ব্যবস্থাপনা	কমিউনিটি ভিত্তিক প্রাণি ও পোল্ট্রি উৎপাদনের মডেল স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র খামারীদের সাথে সংযোগ স্থাপন ও এর প্রভাব	শরিফবাগ, ধামরাই, ঢাকা-এ বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও বিএলআরআই এর পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের পাশ্চাত্য এলাকাসমূহে আরও পাঁচটি প্রযুক্তি পল্লী গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		বিএলআরআই উদ্ভাবিত উন্নত প্রযুক্তি সম্পর্কে খামারীদের আস্থা তৈরি করতে অভিযোজিত গবেষণা (Adaptive research) পরিচালনা	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		বাংলাদেশের নির্বাচিত এলাকায় অভিযোজিত গবেষণার (Adaptive research) মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকদের জীবনমান উন্নয়ন	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
		স্টোকহোল্ডারের মধ্যে বিএলআরআই প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণের প্রভাব	সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

		জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রযুক্তি হস্তান্তর, পরামর্শ ও সহযোগিতামূলক যৌথ গবেষণার সংযোগ স্থাপন	জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর লিভিং অ্যাকোয়াটিক রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট (আইসিএলএআরএম), টোকিও কৃষি ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (টিইউএটি), জাপান, ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (আইএফপিআরআই), এসিডিআউ/ভোকাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং ব্রাক, পিকেএসএফ, কেজিএফ, বিএআরসি, মরিঞ্জা প্রাইভেট লিমিটেড, লাল তির লাইভস্টক লিমিটেড প্রভৃতি দেশীয় প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিএলআরআই এর যৌথ গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কারিগরি সহযোগিতাসহ নানা বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৬.	পরিবেশ ও জলবায়ু সহনশীলতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	খামার বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও দূষণ নিরসনের জন্য টেকসই উন্নয়ন প্রযুক্তি	বিএলআরআই বাড়ি এবং বাজার থেকে সবজি বর্জ্য সংগ্রহ করে তা থেকে ম্যাস জাতীয় গরুর খাদ্য উৎপাদন করেছে, যা গমের ভূষির সমতুল্য। পাশাপাশি “পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় “Recycling of poultry wastes for environment friendly poultry production” শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ খামারে উন্নত, পরিবেশ-বান্ধব ও লাভজনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করার লক্ষ্যে বিএলআরআই এর গরু ও মহিষের খামারে পৃথকভাবে দুইটি বর্জ্য হতে বায়ো-বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে রয়েছে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও বায়োগ্যাস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জেনারেটর। এছাড়াও বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের বায়োস্লারি ব্যবহার করে উন্নত জৈবসার উদ্ভাবন করা হচ্ছে।
		জলবায়ু সহনশীল প্রাণী ও পোল্ট্রি জাতের উন্নয়ন	জলবায়ু সহনশীল প্রাণী ও পোল্ট্রি জাত উদ্ভবন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি অতিসম্প্রতি বিএলআরআই দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ বা সুবর্ণ এবং লবণকৃত্তা সহনশীল ঘাসের জাত বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু) উদ্ভাবন করেছে।
		বাংলাদেশের প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম চালু রয়েছে। পাশাপাশি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর সহায়তায় “সাসটেইনলেবল ম্যানুউর ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল” এবং “সাসটেইনলেবল এন্ট্রিক

			এমিশন ম্যানেজমেন্ট ম্যানুয়াল” শীর্ষক দুইটি ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৭.	প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজন	নিরাপদ ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে দুধ, মাংস, ডিম এবং উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের কৌশল বিকাশ	মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে ব্রয়লার ও স্পেন্ট মুরগি থেকে জিংক ফরটিফাইড মিট প্রোডাক্ট তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও খাদ্য উপাদান ম্যানুপুলেশনের মাধ্যমে (ন্যাচারাল ফাইটোবায়োটিক) নিউট্রেন্ট ইন-রিচ ডিজাইনার ডিম তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি কম কোলেস্টেরলযুক্ত দুগ্ধ পণ্য তৈরির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং আরও পণ্য তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
		মূল্য সংযোজন প্রযুক্তিগুলোর উন্নতকরণ ও বৈচিত্রকরণের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাত তৈরি	বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পাশাপাশি অধিকতর নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাত তৈরির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।